তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৫০

**শৈত্য প্রবাহ থেকে ফসল রক্ষায় কৃষি পরামর্শ**

ঢাকা, ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি) :

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (বিএমডি) এর তথ্য অনুসারে, রাজশাহী, পাবনা, নওগাঁ, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া জেলাসহ রংপুর বিভাগের রংপুর, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, লালমনিরহাটের ওপর দিয়ে মৃদু শৈত্য প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা আগামী দুই-তিন দিন অব্যাহত থাকতে পারে।

এ মৃদু শৈত্য প্রবাহের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মাঠের ফসল রক্ষার জন্য নিম্নলিখিত জরুরি পরামর্শসমূহ প্রদান করা হলো:

- কুয়াশা ও মৃদু/তীব্র শীতের এ অবস্থায় বোরো ধানের বীজতলায় ৩-৫ সেন্টিমিটার পানি ধরে রাখতে হবে।

-ঠান্ডার প্রকোপ থেকে রক্ষা এবং চারার স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য বীজতলা রাতে স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে, বীজতলা থেকে পানি সকালে বের করে দিয়ে আবার নতুন পানি দিতে হবে এবং প্রতিদিন সকালে চারার ওপর জমাকৃত শিশির ঝরিয়ে দিতে হবে।

-আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে আলুর নাবী ধ্বসা রোগের আক্রমণ হতে পারে। প্রতিরোধের জন্য অনুমোদিত মাত্রায় ম্যানকোজেব গোত্রের ছত্রাকনাশক ৭-১০ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।

-সরিষায় অলটারনারিয়া ব্লাইট রোগ দেখা দিতে পারে। রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে অনুমোদিত মাত্রায় ইপ্রোডিয়ন গোত্রের ছত্রাকনাশক ১০-১২ দিন পর পর ৩ থেকে ৪ বার স্প্রে করতে হবে।

- ফল গাছে নিয়মিত হালকা সেচ প্রদান করতে হবে। কচি ফল গাছ ঠান্ডা হাওয়া থেকে রক্ষার জন্য খড়/পলিথিন শিট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

#

কামরুল/মোশারফ/শামীম/২০২৩/২২৩০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ২৩৪৯

**টানা দ্বিতীয়বার এলজিআরডি মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিলেন মোঃ তাজুল ইসলাম**

ঢাকা, ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি) :

 আজ দ্বাদশ জাতীয় সংসদের মন্ত্রিসভার স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নিলেন মোঃ তাজুল ইসলাম। তিনি সচিবালয়ে এসে পৌঁছালে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মুহম্মদ ইবরাহিম এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সিনিয়র সচিব মোসাম্মৎ হামিদা বেগমসহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। এ সময় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল অধিদপ্তরের দপ্তর প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী গণমাধ্যমের সাথে এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, স্থানীয় সরকার বিভাগের চলমান প্রকল্পগুলো গুণগতমান বজায় রেখে দ্রুত সম্পন্ন করা হবে, এছাড়াও সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় নতুন প্রকল্প নেওয়া হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার যে পরিকল্পনা নির্ধারণ করেছেন তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে যে ধরনের কর্মপরিকল্পনা দরকার তা করা হবে।

 এরপর স্থানীয় সরকার বিভাগের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন মন্ত্রী। তিনি এ সময় উপস্থিত কর্মকর্তাদের বলেন, আপনাদের সাথে পূর্বে কাজ করার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে আরো সুন্দর এবং জাতির পিতার স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেন, নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে কাজ করলে তা সবার জন্য কল্যাণকর হবে। যেহেতু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নির্বাচনের আগে একটি ইশতেহার দিয়েছে এবং জনগণ সেজন্য নৌকাকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছে, তাই সে ইশতেহার অনুযায়ী স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করে আমাদের ভবিষ্যতের পথ চলতে হবে। অতীতের মতো সামনের দিনগুলোতেও মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন সব অধিদপ্তর দেশ ও মানুষের উন্নয়নে অবদান রাখবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন মন্ত্রী।

 মন্ত্রী বলেন, গত ৫ বছর এই মন্ত্রণালয় পরিচালনার অভিজ্ঞতা আমাকে অনেক সম্মৃদ্ধ করেছে, আমাদের সকল প্রতিষ্ঠান যার যার জায়গা থেকে কাজ করলে আমরা স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব। এ সময় গৃহীত প্রতিটি প্রোজেক্টের কোয়ালিটি এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার আহ্বান জানান মন্ত্রী।

 এরপর স্থানীয় সরকার মন্ত্রী পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সভাকক্ষে সিনিয়র সচিব মোসাম্মৎ হামিদা বেগমসহ বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং অধীন সকল দপ্তর প্রধানদের নিয়ে মতবিনিময় সভা করেন। মন্ত্রী পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দপ্তরগুলো পরিচালনে সমবায় সমিতি আইন যুগোপযোগী করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সমবায় বিভাগের সকল দপ্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার নির্দেশনা দেন তিনি।

#

 হেমায়েত/সায়েম/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/২২০০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ২৩৪৮

**স্মার্ট বাংলাদেশে স্মার্ট বাজার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করতে চাই**

 **--- বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি) :

 নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে ভোক্তাদের নিকট ন্যায্যমূল্য পৌঁছে দিতে স্মার্ট বাংলাদেশে স্মার্ট বাজার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম (টিটু)।

 পণ্য মজুত করে কেউ কৃত্রিম সংকটের চেষ্টা করলে শক্তভাবে মোকাবিলার হুঁশিয়ারি দেন এবং প্রকৃত ব্যবসায়ীদের সরকার থেকে সবধরনের সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন প্রতিমন্ত্রী।

 আজ সচিবালয়ে প্রথম কর্মদিবসে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং আওতাধীন দপ্তর-সংস্থার প্রধানদের সাথে সভা শেষে গণমাধ্যমকর্মীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে চাই। ভয়-ভীতি নয় আমরা সবাই আমাদের দেশকে ভালোবাসি। দেশের মানুষ ভালো থাকুক এটাই সবার প্রত্যাশা। এ দেশের মানুষ যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে তারা মানুষের কল্যাণে কাজ করে থাকেন। তাদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাই সরকারের কাজ।

 আহসানুল ইসলাম বলেন, সরবরাহ ভালো থাকলে বাজারে কেউ কারসাজি করার সুযোগ পাবে না। আবার কোনো ব্যবসায়ী মহল উচ্চমূল্যে বিক্রিরও সুযোগ পাবে না। কারসাজি করে বাজার অস্থিতিশীল করলে কাউকে ছাড় দেয়া হবে না। মজুতদারিদের শক্ত হাতে দমন করা হবে। তিনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য মন্ত্রণালয় যেমন কৃষি, খাদ্য ও শিল্পসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর-সংস্থার সাথে সমন্বয় করে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

 পণ্যের বহুমুখীকরণ করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী জানান, গার্মেন্টস শিল্পের ন্যায় চামড়া এবং পাট শিল্পকে এগিয়ে নিতে হবে। একটি পণ্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকা যাবে না। পাট ও চামড়া শিল্পকে বিভিন্ন ইনসেনটিভ দিয়ে তুলে আনতে হবে। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের নির্দেশনা দিয়েছেন। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে বলেও জানান।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, ইউক্রেন-রাশিয়া এবং ইজরাইল-ফিলিস্তিন যুদ্ধের প্রভাব অপরদিকে ডলার সংকটের ফলে সারা বিশ্বে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপরেও আমাদের সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখার। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে তুলনা করলে বাংলাদেশ অবশ্যই সফল হয়েছে বলে দাবি করা যায়।

 সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে আহসানুল ইসলাম বলেন, রমজান আসলেই একশ্রেণির অসাধু গোষ্ঠী পণ্য মজুত করে থাকে। এই মজুতদারদের শক্তভাবে মোকাবিলা করা হবে। তিনি আরো বলেন, এরা কখনোই প্রকৃত ব্যবসায়ী হতে পারে না কারণ প্রকৃত ব্যবসায়ীরা বেশি মুনাফার লোভে খাদ্য মজুত করে না।

 এ প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, রমজান মাসের প্রয়োজনীয় পণ্য মজুতের ব্যবস্থা আছে বলে আমাকে জানানো হয়েছে। এটা সঠিক কি না আমাকে জানতে হবে। তবে আমি আশাবাদী আসন্ন রমজানে খাদ্যপণ্যের দাম স্বাভাবিক থাকবে। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাজার মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করে ব্যবসায়ীদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।

 অপর এক প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা সকল ব্যবসায়ী মহলের সাথে বসে তাদের জানিয়ে দিব যারা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করবে সরকারের পক্ষ থেকে তাদের সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা হবে। আর কেউ যদি কারসাজি করে সাধারণ জনগণের পকেট কাটে, সরকারকে বিব্রত করার চেষ্টা করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে এত বড় দায়িত্ব দিয়েছেন সকলের সহযোগিতায় তা যেন সততা-নিষ্ঠার সাথে পালনের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর আস্থার প্রতিদান দিতে পারেন সেজন্য তিনি দেশবাসীর নিকট দোয়া কামনা করেন।

 এসময় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষসহ আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার প্রধান এবং মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

হায়দার/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৪/২১২০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ২৩৪৭

**শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে চান শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি) :

 শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী বলেছেন, নতুন সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়ায় আমি প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ এবং সদ্য সাবেক সফল শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, অত্যন্ত সফলভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় চালিয়েছেন তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক, অভিভাবক, সাংবাদিক এবং সকল শ্রেণি পেশার মানুষের সহযোগিতা চান তিনি।

 শিক্ষামন্ত্রী আজ সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়ামে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থার প্রধানদের সাথে মতবিনিময়ের সময় একথা বলেন।

 মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব সোলেমান খানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব ড. ফরিদ উদ্দিন আহমদ। তাছাড়া ইউজিসির চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এক্রিডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

 শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ২০০৯ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গৃহীত শিক্ষা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে ২০৪১ সালের উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে স্মার্ট প্রজন্ম সৃষ্টি করতে আমরা সকলে মিলে কাজ করবো। বর্তমান সরকারের নির্বাচনের ইশতেহারের অন্যতম লক্ষ্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা। এই লক্ষ্যে সকলকে নিয়ে সুশাসন ও জবাবদিহিতামূলক শিক্ষা খাত গড়ে তোলা এবং শিক্ষার রূপান্তরের কাজের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার জন্য সকলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন মন্ত্রী।

#

খায়ের/সায়েম/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/২১১০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ২৩৪৬

**উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে অধিক সংখ্যক কর্মী প্রেরণ করে রেমিট্যান্স বৃদ্ধির চেষ্টা করব**

 **--- প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি) :

 প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী বলেছেন, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে অধিক সংখ্যক কর্মী প্রেরণ করে রেমিট্যান্স বৃদ্ধির চেষ্টা করব। তিনি বলেন, প্রবাসীদের সেবা প্রদানে সবাইকে আন্তরিক হতে হবে। দেশাত্মবোধ ও সেবকের মনোভাব নিয়ে প্রবাসীদের সেবা দিতে হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ে প্রথম কর্মদিবসে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর সাথে মতবিনিময়কালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ রুহুল আমিন। মতবিনিময়ের শুরুতেই তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

 সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করে অভিবাসন খাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, সবার সহযোগিতায় প্রবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে। তিনি বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এই দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে যাতে কোনো অপশক্তি প্রভাবিত না করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ভিশন স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদেরকে স্মার্ট মানসিকতা লালন করতে হবে।

 এর আগে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। নতুন প্রতিমন্ত্রীকে ফুল দিয়ে বরণ করেন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ রুহুল আমিন এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তারা তাঁকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান। এছাড়াও তিনি নানা শ্রেণি পেশার মানুষ ও গণমাধ্যমকর্মীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

 এ সময় ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ হামিদুর রহমান, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)’র মহাপরিচালক সালেহ আহমদ মোজাফফর এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমানসহ মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর-সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

রাশেদুজ্জামান/সায়েম/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৪৫

**স্টেডিয়াম নয়, খেলার মাঠকে প্রাধান্য দিতে চান যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী নাজমুল হাসান**

ঢাকা, ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি) :

যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী নাজমুল হাসান বলেছেন, আমাদের স্টেডিয়ামসহ যথেষ্ট পরিমাণ ক্রীড়া অবকাঠামো রয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে স্টেডিয়ামের চেয়েও আমাদের খেলার মাঠ বেশি জরুরি। যেটি আমাদের তরুণ প্রজন্মসহ সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। খেলোয়াড় সৃষ্টিতে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি তৃণমূল পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ওপর গুরুত্বারোপ করা হবে।

মন্ত্রী আজ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন।

সকল ধরনের খেলাধুলাকে এগিয়ে নেবার প্রত্যয় ব্যক্ত করে মন্ত্রী বলেন, ফুটবল ক্রিকেটসহ অন্যান্য খেলাতেও আমাদের ভালো করার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে প্রাথমিকভাবে আমাদের অগ্রাধিকার ঠিক করতে হবে। বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশনগুলো; যারা আমাদের থেকে আর্থিক সহায়তা নিয়ে থাকে তাদের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। আগামী তিন বছর পর তারা কোথায় যেতে চায়, কী অর্জন করতে চায় সেটি জানাতে হবে। আমি অল্প সময়ের মধ্যেই ইনডিভিজুয়ালি প্রতিটি ফেডারেশনের সাথে বসব। তাদের সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা শুনব।

মন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের অনেক ফেডারেশন ভালো ফলাফল করছে। আমাদের ফুটবল এগিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে নারী ফুটবলাররা ভালো করছে। ছেলেরাও উন্নতি করেছে। শ্যুটিং, আর্চারিসহ আরো অনেকে উন্নতি করছে। ক্রিকেটের মতো অন্যান্য খেলাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে মন্ত্রণালয়ের পক্ষে সব রকমের সহযোগিতা করা হবে। এ সময় দেশের যুবগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে বলে মন্ত্রী জানান।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মহিউদ্দিন আহমেদসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মন্ত্রীকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন। পরে আনুষ্ঠানিক সভায় যুব ও ক্রীড়ার উন্নয়নে বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তাদের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। সভার পূর্বে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া পরিদপ্তর এবং বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশনের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচছা জানানো হয়। শুভেচ্ছা গ্রহণ শেষে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন নতুন মন্ত্রী।

#

আরিফ/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                              নম্বর : ২৩৪৪

**‍‍‍অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে আছে সরকার**

 **----ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি) :

‍‍‍‍ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী মোঃ মহিববুর রহমান বলেছেন, অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে আছে সরকার । তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমি আপনাদের অবস্থা নিজ চোখে দেখার জন্য এখানে এসেছি। যেকোনো দুর্যোগে সরকার আপনাদের পাশে আছে ।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় তেজগাঁওয়ের মোল্লাবাড়ি বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন শেষে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে মানবিক সহায়তা হিসেবে ত্রাণসামগ্রী বিতরণকালে এসব কথা বলেন । তিনি বলেন, সরকারের কাছে পর্যাপ্ত ত্রাণসামগ্রী মজুত আছে। প্রয়োজন অনুযায়ী আরো ত্রাণসামগ্রী বরাদ্দ দেয়া হবে । একটি মানুষও যেন খাবার এবং শীতে কষ্ট না পায় সে লক্ষ্যে সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছে ।

বিতরণকৃত ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে ছিল কম্বল-১ পিচ, ড্রাই কেক-১ প্যাকেট, শুকনো খাবার ১ প্যাকেট যার মধ্যে আছে চাল-১০ কেজি, সয়াবিন তেল-১ লিটার, মশুর ডাল- ১ কেজি, লবণ -১ কেজি, চিনি- ১ কেজি, হলুদ গুঁড়া-২০০ গ্রাম, মরিচ গুঁড়া-১০০ গ্রাম এবং ধনিয়া গুঁড়া- ১০০ গ্রাম ।

এ সময় মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ কামরুল হাসান এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান উপস্থিত ছিলেন ।

#

সেলিম/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৪/১৯৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৪৩

**নানা দেশের নানা মতের সবাইকে নিয়ে একসাথে কাজ, নির্বাচন নিয়ে চাপ নেই**

 **- পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি) :

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, নানা দেশের নানা মত থাকবে, কিন্তু দিন শেষে সবাইকে নিয়ে আমরা একসাথে কাজ করব। পাশাপাশি পশ্চিমা বিশ্বসহ সমগ্র পৃথিবীর বহু দেশ নতুন সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছে এবং নির্বাচন নিয়ে কোনো চাপ নেই উল্লেখ করেন তিনি।

আজ রাজধানীর সেগুনবাগিচায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব গ্রহণের পর মন্ত্রণালয়ের মিলনায়তনে গণমাধ্যমের সাথে মতবিনিময় সভায় মন্ত্রী এ কথা বলেন। পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন, সচিব (সামুদ্রিক বিষয়ক ইউনিট) রিয়াল এডমিরাল (অবঃ) মোঃ খুরশেদ আলম, অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সচিব ড. মোঃ নজরুল ইসলাম এবং মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ ও গণমাধ্যম প্রতিনিধিরা সভায় যোগ দেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের পররাষ্ট্রনীতির মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে সবার সাথে বন্ধুত্ব কারো সাথে বৈরিতা নয়। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের বিভক্তি অবশ্যই আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ কিন্তু আমরা আমাদের নীতিতে অবিচল আছি এবং থাকব। বিভিন্ন দেশের নানা মত থাকে কিন্তু দিন শেষে আমরা সবাই একসাথে কাজ করব। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে পূর্ব-পশ্চিম সমস্ত রাষ্ট্রগুলো আমাদের সরকারের সাথে কাজ করার আগ্রহ ব্যক্ত করেছে, অভিমত প্রকাশ করেছে। সবাই আমাদের উন্নয়ন সহযোগী। সবাইকে সাথে নিয়ে আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব। এটিই হচ্ছে শেষ কথা।’

মতবিনিময়ে মন্ত্রী অর্থনৈতিক কূটনীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, আমাদের দেশ এখন রেমিটেন্স আয়ের ক্ষেত্রে পৃথিবীর যে সমস্ত দেশ উচ্চ আয় করে তাদের মধ্যে একটি এবং যারা বেশি জনশক্তি রপ্তানি করে সেই দেশগুলোর মধ্যে একটি। কোনো কোনো দেশে কিছু সমস্যা আছে আমরা সেগুলোর দিকে আমরা অবশ্যই নজর দেব যাতে জনশক্তি শুধুমাত্র সংখ্যায় নয়, দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। আমাদের যে জনশক্তি বিদেশে কাজ করে সেই প্রবাসী বাংলাদেশিদের বৈধ পথে রেমিটেন্স পাঠানোকে উৎসাহিত করা এবং ব্যাংকিং চ্যানেলগুলোকে অবারিত এবং সহজলভ্য করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকাসহ নতুন জনশক্তির বাজার উন্মুক্ত করাও আমাদের লক্ষ্য।

রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে প্রশ্নের জবাবে হাছান মাহমুদ বলেন, রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আশা করি খুব সহসা কূটনৈতিকভাবে এর সমাধান হবে। রোহিঙ্গারা যে শুধু এখন এসেছে তা নয়, দেশ বিভাগের আগে থেকে তারা আসা শুরু করেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও কয়েক দফা এসেছে। কিছু কিছু সমস্যার সমাধান হয়েছে এবং আশা করি অন্যান্য রাষ্ট্রের সহযোগিতায় এই সমস্যা সহসাই সমাধান হবে।

নির্বাচন নিয়ে কোনো চাপ আছে কি না, এ প্রশ্নে মন্ত্রী বলেন, ‘আমরা কারো চাপ অনুভব করছি না, নির্বাচন নিয়ে বহু চাপ, গভীর, মধ্যম নানা ধরনের চাপ ছিল, সব চাপ উতরে নির্বাচন হয়ে গেছে। আমরা কারো চাপ অনুভব করছি না। আমরা সবার সাথে একযোগে কাজ করব।’

ড. হাছান আরো বলেন, ‘৭ জানুয়ারির নির্বাচনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত, ওআইসিভুক্ত, সার্কভুক্ত দেশগুলো এবং এর বাইরেও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে বিপুল সংখ্যক পর্যবেক্ষকরা এসেছিল। তারা অকপটে শিকার করেছে এবং প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছে, দেশে একটি সুষ্ঠু অবাধ, জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণে উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান প্রধানমন্ত্রীকে নতুন সরকার গঠন করার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছে। মন্ত্রিপরিষদের শপথ গ্রহণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো, ভারত, রাশিয়া, চীন এবং বিভিন্ন দেশের বিপুল সংখ্যক রাষ্ট্রদূতরা উপস্থিত ছিলেন। অর্থাৎ তারা নতুন সরকারকে সম্ভাষণ জানানোর জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং সবাই আমাদের নতুন সরকারের সাথে কাজ করার অভিমত ব্যক্ত করেছে।’

মতবিনিময় শেষে এ দিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন ও বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেন।

#

আকরাম/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৮৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                              নম্বর : ২৩৪২

**টিম হিসেবে কাজ করে স্মার্ট ভূমিসেবা বাস্তবায়ন করা হবে**

 **---ভূমিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি) :

ভূমিমন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ বলেছেন, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাভুক্ত দপ্তর ও সংস্থায় কর্মরত আমরা সবাই একটা টিম হিসেবে কাজ করে প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পিত ইশতেহারের অংশ স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে কাজ করব।

আজ সচিবালয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে পরিচিতি ও মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের বিষয়ে অবহিতকরণ সভার পর সাংবাদিকদের সাথে এক মিট দ্য প্রেসে ভূমিমন্ত্রী নারায়ন চন্দ্র চন্দ এ কথা বলেন। এসময় ভূমি সচিব মোঃ খলিলুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

সভায় অন্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন ভূমি আপীল বোর্ডের চেয়ারম্যান এ কে এম শামিমুল হক, ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুস সবুর মন্ডল, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আনিস মাহমুদ, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সকল অতিরিক্ত সচিবসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

এর আগে বক্তব্যের শুরুতেই নারায়ণ চন্দ্র চন্দ মহান স্রষ্টার কাছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় মুক্তির ঐতিহাসিক সংগ্রামের সকল শহিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। একইসাথে বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবসহ পনেরোই আগস্টের সকল শহিদ, পঁচাত্তর সালের ৩রা নভেম্বর কারাগারের অভ্যন্তরে নিহত জাতীয় চার নেতা এবং দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আত্মদানকারী সকলের প্রতিও শ্রদ্ধা জানান নতুন ভূমিমন্ত্রী।

ভূমিমন্ত্রী মিট দ্য প্রেসে আরও বলেন, স্মার্ট ভূমিসেবা বাস্তবায়নে আমরা সকল অংশীজনের সহায়তা চাই। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ভূমির সাথে জড়িত এজন্য টেকসই ও স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে নাগরিক অংশগ্রহণের বিকল্প নেই।

ভূমি মন্ত্রণালয়কে একটি ‘চ্যালেঞ্জিং’ মন্ত্রণালয় হিসেবে বর্ণনা করে নতুন ভূমিমন্ত্রী বলেন, আমরা পরিকল্পনাসমূহ পর্যালোচনা করব এবং কীভাবে এগিয়ে গেলে ভূমি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনাসমূহ দ্রুত টেকসইভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে তা পরীক্ষা করে সেভাবেই কাজ করব।

ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশন বাস্তবায়ন ও ভূমি বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ নতুন আইন প্রণয়নে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর নেতৃত্বের সাধুবাদ জানিয়ে নতুন ভূমিমন্ত্রী বলেন, তিনি অনেক উদ্যোগী ছিলেন এবং অনেকটা ‘রিলিজিয়াসলি’ (ধারাবাহিক ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে) ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশনের কাজ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। তিনি যে পর্যন্ত অগ্রগতি রেখে গিয়েছেন আমরা তা আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব।

সাংবাদিকরা জাতির বিবেক ও সমাজের দর্পণ উল্লেখ করে ভূমিমন্ত্রী বলেন কোথাও অনিয়ম হলে তা আপনারা তুলে ধরবেন, ভালো কাজ হলেও তাও তুলে ধরবেন। আমরা আপনাদের সহযোগিতা চাই, এতে আমাদের কাজের গতি আরও বাড়বে।

ভূমি অফিসে হয়রানি প্রসঙ্গে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে ভূমিমন্ত্রী বলেন, যেকোনো ধরনের নাগরিক হয়রানির বিরুদ্ধে আমরা শক্ত অবস্থানে থাকব। এছাড়া আমরা ডিজিটাইজেশন পরিকল্পনা এমনভাবে করছি যেখানে সিস্টেমই হয়রানির সুযোগ না দেয়। দুর্নীতি সংশ্লিষ্ট আরেকটি প্রশ্নের উত্তরে ভূমিমন্ত্রী বলেন, আমি নিজে পরিচ্ছন্নভাবে কাজ করব, আমি আশা করি ভূমি মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাভুক্ত সকল দপ্তর ও সংস্থায় কর্মরত আমার সহকর্মী সবাই পরিচ্ছন্নভাবে কাজ করবেন - এর ব্যত্যয় হলে প্রচলিত আইনে বিচারের আওতায় আসতে হবে।

#

নাহিয়ান/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৪/২১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৪১

টেলিভিশন চ্যানেলে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য

**সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া**

ঢাকা, ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি) :

সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বার্তাটি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :

মূলবার্তা :

‘‘আগামী ১৮ জানুয়ারি হজ ২০২৪ এর নিবন্ধনের সময় শেষ হচ্ছে। উক্ত সময়ের মধ্যে আপনার নিবন্ধন সম্পন্ন করুন। ’’-- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

#

আসিফ/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৪/১৯১৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                   নম্বর : ২৩৪০

**ড. হাছান মাহ্‌মুদকে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর অভিনন্দন**

ঢাকা, ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি) :

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নবনিযুক্ত ড. হাছান মাহ্‌মুদকে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের সাথে সাথে অভিনন্দন জানিয়েছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস জয়শংকর।

আজ এক এক্স (সাবেক টুইটার) বার্তায় ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লেখেন, ‘পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হওয়ায় ড. হাছান মাহ্‌মুদকে অভিনন্দন। ভারত ও বাংলাদেশের মৈত্রী আরো গভীর করতে আমরা এক সাথে কাজের প্রত্যাশা রাখি।’

#

আকরাম/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৮৪০ঘণ্টা

Handout Number : 2339

**On the Statement issued by High Commissioner for**

**Human Rights on 08 January 2024 on Bangladesh**

Dhaka, 14 January :

The attention of the Government of Bangladesh has been drawn to a recent press statement issued by the Office of United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) on Bangladesh. The Government finds that the OHCHR has unfortunately overstepped its mandate. The statement misrepresents the ground reality and a repetition of subjective and biased assessments to politicize human rights. In this context, the Government wishes to offer the correct perspective.

  The Government’s firm commitment to uphold the democratic principles was evident in the conduct of free, fair and peaceful elections with people’s participation on 07 January 2024. Election Day was unprecedentedly peaceful except for some isolated incidents in a few polling stations. This was echoed by many international election observers and journalists who covered the election on the ground. The claim that the ‘poll was marred by violence and repression of opposition candidates’, therefore, appears to be extremely prejudiced and premeditated.

  While the Government believes in an inclusive democracy, regrettably, the Bangladesh Nationalist Party (BNP) decided to stay out of the electoral process on the pretext of their unconstitutional demand of the provision of a caretaker government. It is unfortunate that the BNP resorted to violence and killing of innocent people to thwart the democratic process as the party did during earlier occasions of national elections. Only since 28 October 2023, BNP activists killed 24 individuals including innocent civilians and on-duty law enforcement personnel. They set fire to nearly a thousand vehicles, public and private, derailed and attacked trains with arson burning passengers alive including a mother and her three years old child. The details of BNP’s destruction are horrific and the OHCHR was time and again supplied with evidence of BNP’s nationwide mayhem. In this context, it was, indeed, a challenge to ensure peaceful elections amidst threats, disruptions and violence aiming to destabilize the country and disrupt its democratic journey.

   Despite such widespread violence, the response from the law enforcing agency members was restrained, rational and within the legal parameters. OHCHR’s allegations of reprisals such as arbitrary and mass arrests, threats, enforced disappearance; blackmailing and surveillance by law enforcement officials are baseless and unsubstantiated. The number of arrests is a sheer exaggeration. Arrests were made and legal actions were taken only against those who were involved in or inciting violence and unlawful activities. These measures were necessary to maintain rule of law and to safeguard the rights of all citizens.

 The Government rejects the claim that ‘many human rights defenders have been forced to go into hiding, and some have fled the country, while dozens of suspected enforced disappearance cases have been reported, mostly in November’. This is far from reality and rather a plain example of irresponsibility on the part of OHCHR. It is important that the Officechecks the veracity of the information before it uses the same in public statements.

 Bangladesh will be guided by the spirit and letters of the Constitution and its international human rights commitments and by people’s mandate in its pursuit to uphold human rights and to realize people’s aspiration for a progressive society. It welcomes constructive criticisms and is always ready to address any legitimate concern. Bangladesh looks forward to continuing to collaborate with the United Nations and its human rights mechanisms.

#

Masum Billah/Sayeam/Shafi/Sanjib/Joynul/2023/1910 hour

Handout Number : 2338

**Bangladesh backs South Africa's ICJ**

**move against violation by Israel in Gaza 2024**

Dhaka, 14 January :

 Bangladesh stands in support of South Africa’s application instituting proceedings against Israel before the International Court of Justice (ICJ) concerning the violation by Israel of its obligations under the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of Genocide (Genocide Convention) in relation to Palestinians in the occupied Gaza Strip.

 Bangladesh also supports South Africa’s request for the indication provisional measures, which include requests for the suspension of all military operations in and against Gaza and allowing safe, adequate and unimpeded humanitarian aid into all areas of Gaza. The provisional measures requested are both necessary and concrete steps required to end the humanitarian catastrophe that has unfolded in Gaza.

 In this context, Bangladesh welcomes the opportunity to file a declaration of intervention in the proceedings in due course.

   The ongoing attacks by Israeli Defense Forces have claimed the lives of thousands of innocent Palestinian civilians, the majority of whom are women and children. Bangladesh considers these deliberate acts of aggression a blatant disregard for and violation of international law, including the Genocide Convention.

   As a State Party to the Genocide Convention, Bangladesh calls on all states to respect their obligations under the Genocide Convention to prevent and punish the crime of genocide.

 Bangladesh reiterates its calls for an immediate ceasefire and for the rapid, safe and unhindered provision of life-saving assistance, at scale, to Gaza. Bangladesh also reiterates its previous calls for an end to Israel’s occupation of Palestine and for a lasting and permanent solution that sees the establishment of a sovereign and independent Palestinian State along pre-1967 borders, with East Jerusalem as its capital.

#

Masum Billah/Sayeam/Shafi/Sanjib/Joynul/2023/1900 hour

তথ্যবিবরণী                                                                                              নম্বর : ২৩৩৭

**রেলকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা হবে**

 **---রেলপথ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি) :

রেলপথ মন্ত্রী মোঃ জিল্লুল হাকিম রেলকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রেলওয়ের যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন করেছেন এই উন্নয়নকে সামনের দিকে আরো সম্প্রসারণ করে আমরা সবাই মিলে রেলকে একটা লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করব।

মন্ত্রী আজ রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে প্রথম কর্মদিবসে রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন মন্ত্রী।

মন্ত্রী বলেন, নাশকতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে রেলে আগুন দিয়ে প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে, সামনে আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ হলো রেলের নিরাপত্তা জোরদার করে এই এসব ঘটনা দূর করে রেলকে নিরাপদ পরিবহনে পরিণত করা।

মন্ত্রী আরো বলেন, রেলকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে হলে রেলের দুর্নীতির মূল উৎপাটন করতে হবে, এছাড়া রেলের উন্নয়ন সম্ভব নয়। রেলের দখলকৃত জমি উদ্ধার এবং টিকিটের কালোবাজারি বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। রেলকে আরো এগিয়ে নিতে রেলের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এরপর মন্ত্রী সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং সাংবাদিকদের সহযোগিতা কামনা করেন।

#

সিরাজ/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৪/১৮৫৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                   নম্বর : ২৩৩৬

**উৎপাদন বৃদ্ধি ও সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণে গুরুত্ব দেওয়া হবে**

 **-কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি) :

ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন নতুন কৃষিমন্ত্রী মোঃ আব্দুস শহীদ। কৃষকদের উন্নতির জন্য সাধ্যের মধ্যে যা যা করার তা করা হবে বলেও জানান তিনি।

কৃষিমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর প্রথম দিন সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন মন্ত্রী।

মন্ত্রী বলেন, কৃষিতে তো উৎপাদনটাই হচ্ছে বড় চ্যালেঞ্জ। আমরা যদি উৎপাদন না করতে পারি তাহলে বাজার কীভাবে দখল করব, মূল্য কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করব, কীভাবে ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই চেইনকে কার্যকর করব। সেজন্য, সকল সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ফসলের উৎপাদন আরো বৃদ্ধি করা হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি ইঞ্চি জমিকে আবাদের আওতায় আনতে কাজ করব।

সিন্ডিকেট প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, সিন্ডিকেট সব জায়গায় থাকে। তাদের কীভাবে ক্র্যাশ করতে হবে, সেটার পদ্ধতি বের করতে হবে। কাউকে গলা টিপে মারার সুযোগ নেই আমাদের। কর্মের মাধ্যমে এগুলোকে কন্ট্রোল করতে হবে। সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বারোপ করা হবে। সিন্ডিকেট অবশ্যই দুর্বল হয়ে যাবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার কৃষকবান্ধব সরকার। কৃষক ও কৃষির আরো উন্নতির জন্য যা প্রয়োজন, আমাদের ক্ষমতার মধ্যে যা আছে তা করব।

মন্ত্রী বলেন, কৃষি একটি বড় মন্ত্রণালয়। এখানে কাজের পরিধিও বেশি। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা, উদ্যোক্তারা সবাই মিলে যদি কাজ করি, এ শক্তি কিন্তু বড় শক্তি, এর রেজাল্টও কিন্তু আমরা পাব। কৃষিক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জও আমরা মোকাবিলা করতে সক্ষম হব।

ফসলের উৎপাদন আরো বৃদ্ধিতে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার জন্য কর্মকর্তাদের এসময় নির্দেশ দেন মন্ত্রী।

কৃষিসচিব ওয়াহিদা আক্তারের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় মন্ত্রণালয়ের সকল স্তরের কর্মকর্তারা ও মন্ত্রণালয়ের অধীন ১৮টি সংস্থার প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

কামরুল/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৮১০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ২৩৩৫

**বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা ও প্রধানমন্ত্রীর স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে কাজ করতে চাই**

 **--- প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা**

ঢাকা, ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি) :

 পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা এবং প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে পার্বত্যবাসীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করার লক্ষ্য বাস্তবায়ন করার জন্যই কাজ করে যাব।

 আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে প্রতিমন্ত্রী হিসেবে প্রথম কার্যদিবসে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়ের সময় এসব কথা বলেন।

 পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সকলের সহযোগিতায় পার্বত্য চট্টগ্রামের ধর্ম, বর্ণ, জাতি গোষ্ঠীসহ সকল সম্প্রদায়ের সাথে সম্প্রীতির বন্ধনে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাব। পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের কৃষ্টি সংস্কৃতির সাথে সংগতি রেখে সকলের সাথে ঐক্যের বন্ধন গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে আমি কাজ করে যাব। তিনি এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা চান। প্রতিমন্ত্রী বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ এখন আর পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশের উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সংগতি রেখে পার্বত্যবাসীদের সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য আমি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। একইসাথে আমি পার্বত্যবাসীর সুসম বণ্টনের বিষয়ে সুদৃষ্টি রাখারও অঙ্গীকার করছি।

 পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মশিউর রহমানের নেতৃত্বে অন্যান্য কর্মকর্তা নতুন প্রতিমন্ত্রীকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন।

 পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মশিউর রহমানের সভাপতিত্বে এসময় অন্যান্যের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব প্রদীপ কুমার মহোত্তম, যুগ্মসচিব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ক্য শৈ হ্লা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মংসুই প্রু চৌধুরী অপু, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অংসুইপ্রু চৌধুরীসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও তিন জেলার সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

 রেজুয়ান/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৪/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর : ২৩৩৪

**টেলিকম খাতের সকল লোকসানি কোম্পানিকে**

**লাভজনক অবস্থায় উত্তরণের উদ্যোগ নিতে হবে**

 **---জুনাইদ আহমেদ পলক**

ঢাকা, ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি) :

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক আগামী ৩০জুনের মধ‌্যে টেলিকম খাতের সকল লোকসানি কোম্পানিকে লাভজনক অবস্থায় উত্তরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। এই জন‌্য সংশ্লিষ্টদের ইনট্রিগেটি, ইনক্রিয়েস ইফিসিয়েন্সি, ইমপ্রুভ প্রসেস এন্ড পারফরমেন্স, ইনট্রেক উইথ রেগুলেটর্স, ইনভেস্টমেন্ট ‍এট্রেকশন এবং আইটি এন্ড আইটিস এক্সপোর্ট প্রমোশন ইংরেজি শব্দের আই আদ‌্যক্ষর এই ৬টি আই মেনে চলতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলাদেশ সচিবালয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও এর অধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে এই নির্দেশনা প্রদান করেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব জনাব আবু হেনা মোরশেদ জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিটিআরসির চেয়ারম‌্যান প্রকৌশলী মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ স‌্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম‌্যান ড. শাহজাহান মাহমুদসহ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং এর অধীন দপ্তর ও সংস্থা প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

জুনাইদ আহমেদ পলক সভায় প্রোডাকটিবেলিটি, প্রোডাক্ট ডাইভারসিটি প্রমোশন এবং প্রসেস টু কানেক্ট কাস্টমার এই চার শব্দের পি আদ‌্যক্ষরের ওপর কাজ করতে প্রস্তাব জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশন ৪ টি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত - স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট সরকার এবং স্মার্ট সোসাইটি। গত মেয়াদে আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা তৈরি করেছি।

আমরা প্রায় ৪০ টি প্রকল্প চিহ্নিত করেছি যেগুলো আমাদের যাত্রা শুরু করার জন্য বাস্তবায়ন করা দরকার। এই মেয়াদে আমাদের চ্যালেঞ্জ হল আমরা দক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার সাথে ৪ টি স্তম্ভের অধীনে সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম তা নিশ্চিত করা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়ের দিকনির্দেশনায় শক্তিশালী ডিজিটাল অবকাঠামো, সাশ্রয়ীমূল্যের ইন্টারনেট অ্যাক্সেস এবং আইসিটি সেক্টরের বিকাশের ধারাবাহিকতায় স্মার্ট বাংলাদেশের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। নিষ্ঠা, কঠোর পরিশ্রম, সততা, সাহস এবং উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা দিয়ে, চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা করা সম্ভব।

পরে প্রতিমন্ত্রী এমটব, বাক্কো, আইএসপিএবির নেতৃবৃন্দ এবং মোবাইল ফোন অপারেটরসমূহের সিইও সহ সিনিয়র কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন।

**ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের ব্যতিক্রমি অভ্যর্থনা**

এর আগে ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিবের নেতৃত্বে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং এর অধীন দপ্তর ও সংস্থার পক্ষ থেকে ফুলেল অর্ঘ্যের প্রথাগত পদ্ধতির পরিবর্তে প্রতিমন্ত্রীকে অভিনন্দন পত্র দিয়ে অভিনন্দন জানান। প্রতিমন্ত্রী কৃচ্ছতা সাধনে সরকারি নীতির সাথে বিষয়টি খুবই মানানসই হওয়ায় সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান।

প্রতিমন্ত্রী তার লেখা ডিজিটাল বাংলাদেশ এক সফল উন্নয়ন দর্শন এবং জাতীয় সংসদে শিরোনামের দুটি বই উপহার দেন।

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে তৃতীয়বারের মতো প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন জুনাইদ আহমেদ পলক। ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে মাত্র ৩৩ বছর বয়সে তিনি বাংলাদেশের ইতিহাসে সরকারের সর্বকনিষ্ঠ প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন। এর আগে ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মাত্র ২৮ বছর বয়সে জাতীয় সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে চতুর্থ বারের মতো জাতীয় সংসদ সদস্য হিসেবে বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হন। ২০০৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত তিনি ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং প্রাইভেট মেম্বারস বিল সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশ ক্যারাম ফেডারেশনের সভাপতি এবং ২০১১ সাল থেকে আন্তর্জাতিক ক্যারাম ফেডারেশনের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি ২০০৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৪ থেকে ২০১৮ এবং ২০১৮ থেকে ২০২৪ সালের ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত একটানা দুই মেয়াদে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী এবং নির্বাচনকালীন সময়ে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন।

#

শেফায়েত/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৪/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                       নম্বর : ২৩৩৩

**সমুদ্র থেকে মৎস্য আহরণ বৃদ্ধি করে রপ্তানি বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে**

 **---মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি) :

সমুদ্র থেকে মৎস্য আহরণ বৃদ্ধি করে সেটি বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে নবযোগদানকৃত মন্ত্রী মোঃ আব্দুর রহমান।

আজ সচিবালয়ে নিজ দপ্তর কক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে এ পরিকল্পনার কথা জানান মন্ত্রী ।

মন্ত্রী বলেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় দেশের মানুষের আমিষের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি সুন্দর জীবনযাপনে বড় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ মন্ত্রণালয় এখন যেখানে আছে তার থেকে ভালো অবস্থানে উত্তরণ ঘটানো এবং এখান থেকে দেশের ১৮ কোটি মানুষ যাতে সুবিধা পায়, সেটি নিশ্চিত করার দিকে দৃষ্টি থাকবে। বৈশ্বিক সংকট মোকাবিলায় উৎপাদনের ওপর জোর দেওয়া এবং দেশের মানুষের কাছে আমিষের সহজলভ্যতা প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, দেশের মানুষের কাছে আমিষ সহজলভ্য করার ওপর গুরুত্বারোপ করার পরিকল্পনা রয়েছে। বিশেষ করে রমজান সামনে রেখে মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ন্যায্যমূল্যে ভ্রাম্যমাণ বিক্রির প্রাথমিক পরিকল্পনা রয়েছে মন্ত্রণালয়ের। যাতে এসব পণ্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে এবং এসব পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে থাকে। অপর এক প্রশ্নের জবাবে রপ্তানি পণ্য হিসেবে চিংড়ির মানোন্নয়নে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানান মন্ত্রী।

মন্ত্রী এর আগে মন্ত্রণালয়ে যোগ দিয়ে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর-সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন । মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাং সেলিম উদ্দিনসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ মন্ত্রীকে স্বাগত জানান এবং ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানান।

#

ইফতেখার/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৪/২০০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                   নম্বর : ২৩৩২

**ধান চালের অবৈধ মজুত বিরোধী অভিযান জোরদার করবে সরকার**

 **-- খাদ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি) :

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, ধান চালের অবৈধ মজুত বিরোধী অভিযান জোরদার করবে সরকার।

আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে দ্বিতীয় মেয়াদে খাদ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে প্রথম কার্যদিবসে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, দেশে ধান উৎপাদন ভালো হয়েছে। আমাদের খাদ্য মজুতও ভালো। বাজারে প্রচুর সরবরাহ আছে। তবে মিলারগণ প্রতিযোগিতা করে ধান কেনায় প্রতিনিয়ত চালের দাম বাড়ছে। এ অশুভ প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে খাদ্য মন্ত্রণালয় দ্রুত পদক্ষেপ নেবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, মজুত বিরোধী আইন ইতোমধ্যে পাস হয়েছে। দ্রুত বিধি প্রণয়ন করে তা মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হবে। তিনি বলেন, আমাদের দেশে খাদ্যের অভাব নেই। নিত্যপণ্যের দাম কমিয়ে আনা সরকারের নির্বাচনি ইশতেহারে রয়েছে। এটা বাস্তবায়নে খাদ্য মন্ত্রণালয় নতুন কর্মকৌশল প্রণয়ন করবে। তিনি বলেন, কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে কর্মকর্তাদের নতুন উদ্যমে নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে।

এসময় মন্ত্রী দ্বিতীয় মেয়াদে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ ইসমাইল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল কাইয়ুম এবং এফপিএমইউ এর মহাপরিচালক শহিদুল আলম বক্তৃতা করেন।

#

কামাল/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৭৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর : ২৩৩১

**নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহে যার যার অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল অবদান রাখুন**

 **---বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি) :

বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহে যার যার অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল অবদান রাখুন। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে জ্বালানি ও বিদ্যুতের চ্যালেঞ্জ বাড়বে। দক্ষ হাতে ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করলে সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সামনের দিনগুলো আরো উন্নত ও ভালো হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ বিদ্যুৎ বিভাগ এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, গ্রাহক সন্তুষ্টিই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। গ্রাহক সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের অবস্থানে থেকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করুন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, গ্যাস অনুসন্ধান, ভোলার গ্যাস পাইপলাইন, গ্যাসের মাস্টার প্ল্যান ও ডিপ ড্রিলিং-এর কাজ জরুরিভিত্তিতে করা প্রয়োজন। ডাইনামিক প্রাইসিং আসবে। পরিবর্তনের সাথে নিজেদের খাপখাইয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এসময় তিনি উভয় বিভাগকে দ্রুত ১০০ দিনের প্ল্যান তৈরি করার নির্দেশনা দেন।

মতবিনিময় সভায় অন্যান্যের মাঝে বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ হাবিবুর রহমান, বিইপিআরসি এর চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) মোঃ মোকাব্বির হোসেন, স্রেডার চেয়ারম্যান মুনীরা সুলতানা, পিডিবি’র চেয়ারম্যান মোঃ মাহবুবুর রহমান, বিআরইবি’র চেয়ারম্যান অজয় কুমার চক্রবর্ত্তী, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব মোঃ নূরুল আলম, বিপিসি’র চেয়ারম্যান এ বি এম আজাদ, পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান জনেন্দ্র নাথ সরকারসহ উভয় বিভাগের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

আসলাম/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৪/১৮০৭ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ২৩৩০

**আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে**

 **--- আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি) :

 আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য আইন মন্ত্রণালয়ের উভয় বিভাগ যথেষ্ট কাজ করেছে। তাতে একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। তিনি বলেন, বহুদিন ধরে মামলা জট নিরসনের বিষয়ে পদক্ষেপ না নেওয়ায় গেল ১০-১৫ বছর আমাদেরকে এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে হয়েছে। তবে আমরা মামলাজট নিরসনে সঠিক পথে এগোচ্ছি।

 টানা তৃতীয়বারের মতো আইন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়ার পর আজ প্রথম কর্মদিবসে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন মন্ত্রী।

 এরপর তিনি আইন মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এবং উভয় বিভাগের অধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী, মানবাধিকার কমিশন, বিভিন্ন পেশাজীবী, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন। এসময় আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মোঃ গোলাম সারওয়ার, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (সচিবের দায়িত্ব পালনকারী) মোঃ হাফিজ আহমেদ চৌধুরীসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। শুভেচ্ছা বিনিময়কালে আগামীতে আইন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্মিলিত সহযোগিতায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন আনিসুল হক।

 সুশাসন নিশ্চিত করতে আইন মন্ত্রণালয় কী ভূমিকা রাখবে জানতে চাইলে আনিসুল হক বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে অঙ্গীকার দেশবাসীর কাছে করেছেন এবং আমাদের প্রতি যে নির্দেশনা দিয়েছেন, সে বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয় অনেক অগ্রগতি সাধন করেছে। প্রথম কথা হলো, যখন কোভিড মহামারি ছিল, তখন বিশ্বজুড়ে একটা স্থবিরতা চলে এসেছিল, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যেও বিচারিক ব্যবস্থার মধ্যে একটা স্থবিরতা চলে এসেছিল। কিন্তু কোভিডকালীন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ভার্চ্যুয়াল আদালত স্থাপন করে বিচার ত্বরান্বিত করা হয়েছে। কারাগারেও যাতে জটিলতা তৈরি না হয়, সেই অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে। অনেক মামলার সুরাহা করা হয়েছে।

 সরকার অনেক আইন করেছে, বিশেষ করে সাক্ষ্য আইন। এই আইনে যে সংশোধন করা হয়েছে, নারীদের ইজ্জতের ব্যাপার ছিল সেখানে। এটি একটি বিরাট পদক্ষেপ। এভাবে সরকার অনেক আইন করেছে। তারপর সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুসারে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইন করা হয়েছে, তাতে করে সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদের মধ্যে যারা দেশের বাইরে আছে, তাদের ফিরিয়ে আনতে সরকার চেষ্টা করে যাচ্ছে। সেটার একটি সফলতা আনার জন্য কাজ করা হবে।

 এক প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন, সদ্যগত জাতীয় নির্বাচনের সময়ে সহিংসতা প্রায় ছিলই না। কোনো দেশের নির্বাচনের সময় স্কারমিসেচস (আন্তঃকোন্দল) যেটা হয়, ততটুকুই হয়েছে। এমন কোনো বড় ঘটনা ঘটেনি, যেটাকে অনেক সহিংসতা বলা যায়।

 মন্ত্রী বলেন, রাজনৈতিক কারণে বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মীদের কারাগারে যেতে হয়নি। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল। তাদের মামলা এখনো চলমান। ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত যখন ক্ষমতায় এসে সংখ্যালঘু ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ওপর যে নির্যাতন-অত্যাচার করেছিল, ২০১৩ সালে যে অগ্নিসন্ত্রাস করেছিল, সেই মামলাগুলো ম্যাচিউরড হয়ে বিচারকার্য সম্পন্ন হয়েছে। বিচারকার্য আদালত করে, সেখানে সরকারের কোনো হাত নেই। আমি জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনারের সঙ্গে কথা বলব। কারণ আমার মনে হয়, তথ্যগত ভুলের কারণে তিনি এমন বিবৃতি দিয়েছেন।

#

 রেজাউল/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৪/২০১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর : ২৩২৯

**গার্মেন্টস এর ন্যায় চামড়া শিল্পেও রপ্তানি প্রণোদনা**

**আশুগঞ্জ ও ভোলায় হবে অত্যাধুনিক সার কারখানা**

 **---- শিল্পমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি) :

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, গার্মেন্টস শিল্পের ন্যায় চামড়া শিল্পেও রপ্তানিতে উৎসাহ দেয়ার লক্ষ্যে প্রণোদনা দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। কৃষির জন্য অতীব প্রয়োজনীয় সার উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে আশুগঞ্জে পুরাতন সার কারখানার স্থলে একটি আধুনিক সার কারখানা এবং ভোলায় একটি নতুন সার কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশক্রমে এ বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছি।

 আজ রাজধানীর মতিঝিলে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এর দ্বিতীয়বারের মত শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করা উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবর্ধনা ও কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জাকিয়া সুলতানা, মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

 শিল্পমন্ত্রী বলেন, আমার নির্বাচনী ইশতেহার এবং জনগণের আশা আকাঙ্খাকে প্রাধান্য দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়নের স্বপ্নযাত্রা বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবো। তরুণদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নে শিল্প মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। আমরা চিনিকলগুলো আধুনিকায়ন করে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চাই। লবণ শিল্পের উন্নয়নে কক্সবাজারে একটি লবণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের দক্ষ সিনিয়র সচিবের নেতৃত্বে আমাদের টিম কাজ করে যাচ্ছে। দ্রব্যমূল্য সহনীয় রাখতে সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়/দপ্তরের সাথে আমরা যৌথভাবে কাজ করবো।

মন্ত্রী বলেন, আমি দেশের জন্য, দেশের জনগণের জন্য কাজ করতে চাই। আমার উপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আস্থা রেখে যে দায়িত্ব অর্পন করেছেন, তার প্রতিদান দিতে চাই।

দ্বিতীয়বার শিল্পমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেয়ার পর আজ প্রথম দপ্তরে আসেন। তিনি মন্ত্রণালয় প্রঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় শেষে তিনি শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিগত ১৫ বছরের অর্জন নিয়ে ‘সমৃদ্ধির ১৫ বছর’  শীর্ষক পুস্তকের মোড়ক উন্মোচন করেন।

উল্লেখ্য, নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চতুর্থবারের মত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং ০৭ জানুয়ারি, ২০১৯ শিল্প মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে সফলভাবে পাঁচ বছর মেয়াদ পূর্ণ করেন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি পঞ্চমবারের মত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং ২০২৪ সালের ১১ জানুয়ারি দ্বিতীয়বারের মত শিল্পমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

#

মাহমুদুল/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৪/১৭৫৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর : ২৩২৮

**কাউকে পেছনে ফেলে অগ্রসর হওয়া যায় না**

 **---প্রতিমন্ত্রী সিমিন হোসেন (রিমি)**

ঢাকা, ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি) :

সভ্যতার দুইটি হাত, একটি পুরুষ অন্যটি নারী। কাউকে পেছনে ফেলে কোনটাই অগ্রসর হওয়া যায় না। নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে এ কথা বলেছেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নবনিযুক্ত প্রতিমন্ত্রী সিমিন হোসেন (রিমি)।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যে কাজগুলো আছে সেগুলো এগিয়ে নিয়ে যাব। আমি নারী ও শিশু নিয়ে অনেক আগে থেকেই কাজ করি। সে জন্য আমার খুবই ভালো লাগার জায়গা এটি। কর্মপরিকল্পনা তো একটা থাকবে। কিন্তু সেটি একশ দিন বা সে রকম কিছু না। কারণ এটি চলমান একটি কাজ। সেভাবেই আমরা কাজগুলো এগিয়ে নিয়ে যাব।

আজ প্রথম কার্যদিবসে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমা মোবারেকের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার প্রধানদের সাথে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বিষয়ে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন প্রতিমন্ত্রী।

প্রতিমন্ত্রী কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, সবার প্রত্যাশা খুব বেশি। একা পরিবর্তন করা যায় না। এজন্য টিম ওয়ার্ক সবচেয়ে জরুরি। সবার সহযোগিতায় নিশ্চয়ই ভালো কিছু করতে পারব। শিশুদের বিকাশে কাজ করতে হবে। শিশুরা হয়রানি ও বুলিং এর শিকার হচ্ছে। এছাড়া শিশুদের মোবাইল আসক্তি দূর করতে যুগোপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

মতবিনিময় সভায় জয়িতা ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আফরোজা খান, জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান চেমন আরা তৈয়ব, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কেয়া খান, অতিরিক্ত সচিব মোঃ মুহিবুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব রওশন আরা বেগম, অতিরিক্ত সচিব মুহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান, শিশু একাডেমির মহাপরিচালক আনজীর লিটনসহ মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর প্রধান এবং মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভার পূর্বে নবনিযুক্ত প্রতিমন্ত্রী সিমিন হোসেন (রিমি) কে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমা মোবারেক এবং দপ্তর সংস্থার প্রধানগণ ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

#

আলমগীর/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৪/১৭৫২ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ২৩২৭

**লক্ষ্য স্মার্ট বাংলাদেশের**

 **--- জাহিদ ফারুক**

ঢাকা, ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি) :

 পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল একটি সুখী সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন একটি সমৃদ্ধ উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ। আমরা সকলে মিলে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ করব। আমাদের লক্ষ্য স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ।

 আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে দ্বিতীয় মেয়াদে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী হিসেবে প্রথম কর্মদিবসে মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়কালে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী জাহিদ বলেন, বিগত পাঁচ বছরে আপনাদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কর্মতৎপরতা মন্ত্রণালয়কে একটি সম্মানজনক অবস্থানে নিয়ে নিয়ে গিয়েছে। পূর্বের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে মন্ত্রণালয়ের ভাবমূর্তি সর্বোচ্চ পর্যায় নিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, নির্ধারিত বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করতে হবে। কাজ ধীরগতিতে করা যাবে না, যথাযথ গতি ও প্রক্রিয়ার কাজ সম্পাদন করতে হবে। প্রকল্পের কাজ ঠিকাদারদের দেওয়ার সময় তাদের আর্থিক সক্ষমতা নিশ্চিত করতে হবে। বছরের শুরুতে যার যার এলাকার প্রকল্প পরিদর্শন করে প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেন প্রতিমন্ত্রী।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, প্রধান প্রকৌশলীগণকে আরো আন্তরিক হতে হবে। প্রত্যেকে যার যার অধীনস্থদের কাজ তদারকি করবেন। শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। এবছর এপিএ-তে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৪ নম্বরে রয়েছে। আগামীতে আমাদের লক্ষ্য হতে হবে এক অথবা দুই নাম্বার স্থান অর্জনের।

#

গিয়াস/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৪/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ২৩২৬

**নির্বাচনি ইশতেহারের আলোকে বিমান ও পর্যটন**

**মন্ত্রণালয়ের কাজ সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে**

 **--- বিমান ও পর্যটন মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি) :

 বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নবনিযুক্ত মন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খান বলেছেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারের আলোকে বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের কাজ সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

 আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর সাংবাদিকদের সাথে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার সময় মন্ত্রী এ কথা বলেন।

 তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারে জনগণের কাছে আমাদের অঙ্গীকারের কথা বলা আছে। আমার প্রথম কাজ হবে এই মন্ত্রণালয়ের কাজের মাধ্যমে তা পূরণ করা।

 মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের এভিয়েশন খাতে অনেক উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। আমার কাজ হবে আমার অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে এই উন্নয়ন কাজগুলোকে সঠিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে যাত্রী সেবা ও লাগেজ হ্যান্ডেলিং এর মান আরো উন্নত করা এবং নতুন নতুন লাভজনক গন্তব্যে বিমানের রুট চালু করা।

 ফারুক খান বলেন, বাংলাদেশ পর্যটনের অপার সম্ভাবনার দেশ। পর্যটনের এই অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে দেশে নতুন নতুন পরিবেশবান্ধব ও আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র তৈরি করার লক্ষ্যে কাজ করবো। পর্যটন শিল্পে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়াও বাংলাদেশের পর্যটন উন্নয়নে বেসরকারি খাতে অনেক কাজ হচ্ছে, তাদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে পর্যটনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়কে স্মার্ট বাংলাদেশের সাথে তাল মিলিয়ে একটি স্মার্ট মিনিস্ট্রি হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

 উল্লেখ্য, এর আগে মন্ত্রী বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে পৌঁছালে মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোকাম্মেল হোসেনের নেতৃত্বে মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল দপ্তর, সংস্থার প্রধান ও মন্ত্রণালয়ের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী মন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

#

তানভীর/সায়েম/শফি/জয়নুল/২০২৪/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর : ২৩২৫

**৭ই জানুয়ারি ভোটের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের**

**ইশতেহার জনগণের ইশতেহারে পরিণত হয়েছে**

 **---নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, বঙ্গবন্ধু না হলে আমরা স্বাধীন দেশ পেতাম না। এ জায়গায় বসে আমরা আলোচনা করতে পারতাম না। তিনি বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ আগস্টের শহিদ, মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদ ও আত্মদানকারী মা বোনদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর জীবনকে বাংলার মানুষের জন্য উৎসর্গ করেছেন। বাংলার মানুষের ভাগ্যের উন্নয়নে কাজ করছেন। ৪৩ বছরের রাজনৈতিক পথ চলায় তিনি জেনারেলদের শাসন দেখেছেন। গ্রেফতার হয়েছেন। তারপরও তিনি বাংলার মানুষের কথা বলেছেন। ৭৫ পরবর্তী সামরিক শাসকরা তাঁর চরিত্র হননের অপচেষ্টা করেছে। গ্রেফতারের ভয় দেখিয়েছে, হত্যার ভয় দেখিয়েছে, ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছে, তারপরও তিনি এগিয়ে গেছেন। বাংলার মানুষের প্রতি ভরসা করে তিনি এই পর্যায়ে এসেছেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে এক বৈঠকে এসব কথা বলেন। এ সময় তাঁকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল এবং সংস্থা প্রধানগণ।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলার মানুষের জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারেন। তিনি বাংলার মানুষের নেতৃত্ব দিচ্ছেন; তার প্রতি বাংলার মানুষের বিশ্বাস ও আস্থা আছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নির্বাচনি ইশতেহারে ‘উন্নয়ন দৃশ্যমান, বাড়বে এবার কর্মসংস্থান’ দিয়েছে। এটার প্রতি বাংলার মানুষের বিশ্বাস ছিল। এটি মানুষের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করেছে। বাংলার মানুষ জানতেন- প্রধানমন্ত্রী এ ইশতেহার বাস্তবায়ন করতে পারবেন। ৭ই জানুয়ারি ভোটের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের ইশতেহার জনগণের ইশতেহারে পরিণত হয়েছে। এটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব আমাদের। প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আগামী দিনে একসাথে কাজ করব। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে যতটুকু প্রশংসা এর সবটুকু কৃতিত্ব আপনাদের। সবাই যদি দেশপ্রেম নিয়ে কাজ করতে পারি, তাহলে লক্ষ্য আরো এগিয়ে নিতে পারব। বঙ্গবন্ধুর ঋণ আমরা শোধ করতে পারব না। যদি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি তাহলে বঙ্গবন্ধুর ঋণ কিছুটা হলে শোধ করতে সক্ষম হব। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয়-আন্তর্জাতিক প্রতিকূলতার মুখোমুখি থেকে সাহস ও দেশপ্রেম নিয়ে কাজ করছেন। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব; আন্তর্জাতিকভাবে মাথা ব্যাথার কারণ। তিনি অকুতোভয়। কোন কিছু পরোয়ানা করেন না। তাঁকে সাহস জোগানো আমাদের কর্তব্য; যাতে পরবর্তী প্রজন্ম নির্বিঘ্নে দেশ পরিচালনা করতে পারে, নেতৃত্ব দিতে পারে।

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের কাজে সহযোগিতার জন্য কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। ভবিষ্যতে পারিবারিক বন্ধন দিয়ে কাজ করার আহ্বান জানান।

#

জাহাঙ্গীর/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৪/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ২৩২৪

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত র্সবশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ রোববার সকাল ৮টা র্পযন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২১ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার

 ৫ দশমকি ২ শতাংশ। এ সময় ৪১৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

 গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে ১ জন মৃত্যুবরণ করেছে। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৯ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন র্পযন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৪ হাজার ৫২ জন।

#

দাউদ/সায়েম/শফি/জয়নুল/২০২৪/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর : ২৩২৩

**মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অপব্যবহার গণতন্ত্র ও মানুষের জন্য ক্ষতিকর**

 **---তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি) :

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ এ. আরাফাত বলেছেন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে অপব্যবহার করে যদি কোনো গোষ্ঠী অপপ্রচার ও মিথ্যাচার করে সেটি গণতন্ত্র ও সাধারণ মানুষের জন্য ক্ষতিকর এবং এ ধরণের অপতৎপরতাকে জবাবদিহির আওতায় আনা নিশ্চিত করা হবে।

আজ সচিবালয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে নবনিযুক্ত প্রতিমন্ত্রী আরাফাত দায়িত্ব গ্রহণের পর সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন। এ সময় পূর্বতন মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণের আগে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ ও সাংবাদিকদের সাথে নতুন প্রতিমন্ত্রীর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন, বয়সে আমার চেয়ে নবীন হলেও তিনি বিচক্ষণ ব্যক্তি এবং দীর্ঘদিনের সহকর্মী। মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার সভা পরিচালনা করেন।

প্রতিমন্ত্রী আরাফাত বলেন, ‘তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এই বিষয়গুলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অংশ। দেশের অগ্রগতি ও গণতন্ত্রের স্বার্থে এটি নিশ্চিত করেছি এবং আগামী দিনেও তা বজায় রাখতে চাই। কিন্তু এর অপব্যবহার করে অসত্য অপপ্রচার চালানো, মানুষকে ধোঁকা দেওয়া মানুষের ওপর অবিচার।’

‘বাংলাদেশের বিপক্ষে বিশ্বব্যাপী যে মিস-ইনফরমেশন ক্যাম্পেইন বা অপপ্রচার হচ্ছে সেই ষড়যন্ত্র মোকাবিলাকে চ্যালেঞ্জ এগুলোকে জবাবদিহিতার আওতায় এনে তথ্যের অবাধ প্রবাহ কিভাবে আরো সুন্দর করা যায় সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমি আপনাদের সাথে আগামী দিনে কাজ করতে চাই, পূর্বতন মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকেও আমরা পরামর্শ নেবো’ উল্লেখ করেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী।

#

আকরাম/সায়েম/শফি/আব্বাস/২০২৪/১৭১৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৩২২

**বস্ত্র ও পাটখাতের সমৃদ্ধি অর্জনকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছি**

 **-বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি):

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক বলেছেন, পাটখাতের সমৃদ্ধি অর্জনকে চ্যালেঞ্জ  হিসেবে নিয়েছি। বস্ত্র ও পাট খাতকে সজিব-সতেজ করতে আস্থা ও অবিচলের সাথে দায়িত্ব পালন করবো।

আজ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়কালে তিনি একথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, রপ্তানি পণ্য হিসেবে শুধুমাত্র গার্মেন্টস পণ্যের উপর নির্ভরশীল না থেকে বহুমুখী পাটজাত পণ্যের রপ্তানি বাড়াতে কার্যকারি উদ্যোগ নেয়া হবে। এছাড়া, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ‘রূপকল্প-২০৪১’ বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

এ সভায় বস্ত্র ও পাট সচিব মো: আব্দুর রউফসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

সৈকত/জামান/ফাতেমা/সিদ্দীক/আলী/শামীম/২০২৪/১৬০০ ঘণ্টা

Handout Number : 2321

**100 days action plan will be implemented**

 **-Environment Minister**

Dhaka, January 14:

Saber Hossain Chowdhury, the newly appointed Minister of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, said that the 100-day action plan will be implemented by including various priority activities of the ministry.  Necessary steps will be taken to solve air pollution, noise pollution, water pollution, plastic-polythene pollution and hill cutting by taking suggestions from the stakeholders.  Election manifesto of Bangladesh Awami League and Mujib Climate Prosperity Plan will be implemented on priority basis.

The Minister of Environment said these today to the journalists and officials in the discussion meeting with the senior officials of the Ministry and the heads of the departments/organizations under the jurisdiction about the activities and future plans of the Ministry.

The Environment Minister said that the law will be properly implemented to prevent  forest encroachment.  Efforts will be made to take the Ministry of Environment, Forest, Climate Change to make number 1 in terms of performance. Transparency, accountability will be established in the activities of the Ministry.  It will not be acceptable to create any controversy in the performance of duties or otherwise. Also, active participation of relevant ministries and departments is required to prevent environmental pollution, so I will work in coordination with other Ministries.

Under the chairmanship of the secretary of the Ministry Dr. Farhina Ahmed, Additional Secretary (Administration) Iqbal Abdullah Harun, Additional Secretary (Climate Change) Sanjay Kumar Bhowmik, Additional Secretary (Development) Dr.  Fahmida Khanam, director general of the Department of Environment Dr. Abdul Hamid and Chief Conservator of Forests Md. Amir Hossain Chowdhury along with Heads of other Departments under the Ministry and senior officials of the Ministry were present.

#

Dipankar/Zaman/Siddik/Shamim/2024/1604 Hrs.

তথ্যবিবরণী                                                                                                   নম্বর : ২৩২০

**মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারমূলক কর্মকাণ্ড** **১০০ দিনের কর্মপরিকল্পনা করে বাস্তবায়ন করা হবে**

 **-পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নবনিযুক্ত মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অগ্রাধিকারমূলক কর্মকাণ্ড অন্তর্ভূক্তপূর্বক ১০০ দিনের কর্মপরিকল্পনা করে বাস্তবায়ন করা হবে। বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, পানিদূষণ, প্লাস্টিক-পলিথিন দূষণ এবং পাহাড় কর্তনরোধে স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ গ্রহণ করে সমাধানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহার এবং মুজিব ক্লাইমেট প্রসপারিটি প্ল্যান অগ্রাধিকারভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হবে।

আজ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে প্রথম কর্মদিবসে মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থা প্রধানদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

সাবের হোসেন চৌধুরী আরো বলেন, টেকসই উন্নয়ন, বন দখলরোধে আইনের যথাযথ প্রয়োগ করা হবে। আন্তর্জাতিক অর্থছাড়ের চেষ্টা করা হবে। পরিবেশ, বন, জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়কে পারফর্মেন্সের দিক দিয়ে ১ নম্বরে নেয়ার চেষ্টা করা হবে। মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা হবে। দায়িত্ব পালনে কোনো বিতর্ক সৃষ্টি করা বা তদবির গ্রহণযোগ্য হবে না। গণমাধ্যমকে সার্বিক সহায়তা করা হবে, মিডিয়ার সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করবো। এছাড়া, পরিবেশ দূষণরোধে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তরগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন, তাই অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করবো।

মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন, অতিরিক্ত সচিব (জলবায়ু পরিবর্তন) সঞ্জয় কুমার ভৌমিক, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ড. ফাহমিদা খানম, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ এবং বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরীসহ মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর প্রধান এবং মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

দীপংকর/জামান/ফাতেমা/সিদ্দীক/আলী/শামীম/২০২৪/১৫৩৬ ঘণ্টা